ফিকহুল ফিতান

ফিতনার যুগে আলোর দিশা

মূল
ড. সুলাইমান বিন সালিমুল্লাহ রুহাইলি

তাহকিক ও হাদিস নিরীক্ষণ
আবু বকর ইয়াসিন বিন সাঈদ বিন আব্দুল্লাহ হাশিদি

অনুবাদ
মিশকাত আহমদ

রাইয়ান প্রকাশন

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা..... ৮
শাইখ সালিহ সুহাইমির ভূমিকা..... ১১
সম্পাদকের ভূমিকা..... ১৪
প্রারম্ভিকা ১৭
এই উম্মতের মাঝে ফিতনা বেশি.....২৩
ফিতনা সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞানের গুরুত্ব.....২৫

ফিতনা থেকে মুক্তির মূলনীতি

সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা এবং নব উদ্ভাবিত বিষয় থেকে বেঁচে থাকা ২৮
নিজের খেয়ালখুশির ওপর কুরআন-সুন্নাহর প্রাধান্য ৩২
ইলম অর্জনে যত্নশীল হওয়া এবং অজ্ঞতা থেকে দূরে থাকা ৩৪
আলেমদের সাহচর্য এবং তাঁদের থেকে জ্ঞান অর্জন.....৩৭
মুসলিম জামাত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরা ৩৯
অভিজ্ঞদের সান্নিধ্য এবং অর্বাচীনদের বর্জন ৪২
যোগ্য, বিবেকসম্পন্ন, ঈমানদার ও দূরদর্শী মানুষের সাহচর্যে থাকা ৪৫
আদর্শে অটল থাকা এবং রঙ বদলানো থেকে সাবধানতা ৪৭
দলাদলি বর্জন এবং সঠিক আদর্শের অনুসারী হওয়া ৪৮
ফিতনা এড়িয়ে চলা, যেচে বরণ না করা ৫১
ফিতনা সম্পর্কে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের কাছে সমাধান চাওয়া ৫৪
ফিতনার লড়াই ও বাদানুবাদ এড়িয়ে চলা ৫৫

ফিতনার সময় জবান হেফাজত করা ৫৭
বিশ্বাস হবে ইলম অনুযায়ী, বক্তব্য হবে পরিস্থিতি অনুযায়ী ৬২
ফিতনার বাহ্যিক চাকচিক্যে ধোঁকা না খাওয়া ৬৪
কাজের পরিণতি ও সুদূরপ্রসারী ফলাফলের দিকে নজর রাখা ৬৬
ধৈর্য ও ধীরস্থিরতা বজায় রাখা এবং অস্থিরতা থেকে বিরত থাকা ৬৭
ফিতনার সময় আবেগের বশবর্তী না হওয়া ৭১
ধৈর্য বা সবর ৭৪
দুনিয়াবি মোহ আর লালসা ত্যাগ করা ৭৬
মানুষের প্রতি কোমলতা ও নম্রতা ৮০
নিজ দায়িত্ব পালন এবং অনধিকার চর্চা বর্জন ৮৩
স্পষ্ট সত্য আঁকড়ে ধরা এবং সংশয় বর্জন করা ৮৬
সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া ৮৯
আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া ও দুআ করা ৯১
কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের আদর্শের প্রতি দাওয়াত ৯৩

এই উম্মতের মাঝে ফিতনা বেশি

নবী করীম ﷺ এই উম্মতের মধ্যে অগণিত ফিতনা বা মহা-বিপর্যয় দেখা দেওয়ার ব্যাপারে আগেই সতর্ক করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে উসামা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাদিসটি হলো :

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْرَفَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ

একবার নবীজি ﷺ মদিনার একটি উঁচু দুর্গের ওপর থেকে নিচের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন এবং সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি যা দেখছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছো?" (এরপর তিনি নিজেই বললেন,) "আমি তোমাদের ঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির ফোঁটা অঝোরে পড়ার স্থানের ন্যায় ফিতনা পড়ার স্থানগুলো দেখছি।"[১]

অন্য এক হাদিসে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

"অন্ধকার রাতের ঘোর অমানিশার মতো ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। (সে সময় পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ

[১] . ইমাম বুখারি তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন (২/৬৬৪, মদিনার মর্যাদা অধ্যায়, মদিনার দুর্গ অনুচ্ছেদ, হাদিস নম্বর: ১৭৭৯)। এছাড়া ইমাম মুসলিমও তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন (৪/২২১১, ফিতনা ও কেয়ামতের আলামত অধ্যায়, বৃষ্টির ধারার মতো ফিতনা ঝরে পড়া অনুচ্ছেদ, হাদিস নম্বর: ২৮৮৫)।

হবে যে,) একজন মানুষ সকালে ঈমানদার থাকলেও সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে, আবার সন্ধ্যায় ঈমানদার থাকলেও সকালে কাফির হয়ে যাবে। মানুষ সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে নিজের দ্বীনকে বিক্রি করে দেবে।"[১]

হজরত হুজাইফা (রা.) একটি চমৎকার ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, একবার আমরা উমর (রা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "রাসুল ﷺ ফিতনা সম্পর্কে কী বলেছেন, তা কি তোমাদের কেউ শুনেছে?" উপস্থিত কয়েকজন বললেন, "হ্যাঁ, আমরা শুনেছি।" উমর (রা.) বললেন, "তোমরা বোধ হয় পরিবার বা প্রতিবেশীদের নিয়ে ছোটখাটো ঝামেলার কথা বলছো?" তাঁরা বললেন, "জি হ্যাঁ।" উমর (রা.) বললেন, "ওগুলো তো নামাজ, রোজা আর সদকার মাধ্যমে মিটে যায়। আমি জানতে চাচ্ছি সেই বড়ো ফিতনা সম্পর্কে—যা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ধেয়ে আসবে।"

হুজাইফা (রা.) বলেন, "এ কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেলেন। আমি তখন বললাম—আমি জানি। উমর (রা.) আমায় বাহবা দিলেন। হুজাইফা (রা.) বলেন, আমি নবীজি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—মানুষের অন্তরে ফিতনাগুলো একটির পর একটি উপস্থাপন করা হবে। ঠিক যেভাবে মাদুরের কাঠি একের পর এক হয়। যে অন্তর এই ফিতনা গ্রহণ করে নিবে, সেখানে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে। আর যে অন্তর প্রত্যাখ্যান করবে, সেখানে একটি উজ্জ্বল সাদা দাগ পড়বে।

এভাবে মানুষের অন্তর শেষ পর্যন্ত দুই ভাগ হয়ে যাবে। এক ধরনের অন্তর হয় মসৃণ সাদা পাথরের মতো ধবধবে সাদা। আসমান-জমিন টিকে থাকা পর্যন্ত কোনো ফিতনাই এর ক্ষতি করতে পারবে না। অন্য প্রকার অন্তর হবে ছাই রঙের কুচকুচে কালো, উবুড় করা কলসির মতো (যাতে কোনো কিছু স্থির থাকে না)। সেই অন্তর ভালোকে ভালো বলে চিনবে না এবং মন্দকে মন্দ বলে বর্জন করবে না; বরং খেয়ালখুশি তাকে যেভাবে পরিচালিত করবে, সে কেবল সেটুকুই বুঝবে।[২] (সহিহ মুসলিম)

---

[১] . ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন (১/১১০, ঈমান অধ্যায়, ফিতনা প্রকট হওয়ার আগেই নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান অনুচ্ছেদ, হাদিস নম্বর : ১১৮)।

[২] . সহিহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা; 'ঈমান' অধ্যায়, 'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছে এবং অচিরেই পুনরায় অপরিচিত হয়ে যাবে; আর ইসলাম দুই মসজিদের মাঝখানে গুটিয়ে আসবে' শীর্ষক পরিচ্ছেদ; হাদিস নম্বর : ১৪৪।

দশম মূলনীতি

ফিতনা এড়িয়ে চলা, যেচে বরণ না করা

ফিতনার সময় নিজেকে রক্ষার দশম উপায় হলো—ফিতনা এড়িয়ে চলা, যেচে বরণ না করা। তাই ফিতনা থেকে সুকৌশলে দূরে থাকুন। ফিতনাকে কখনো নিজের কাছে যেচে গিয়ে ডেকে আনবেন না। ফিতনা আসার আগে যেমন সতর্ক হতে হবে, ফিতনা চলাকালীন সময়েও নিজেকে আড়ালে রাখতে হবে। যারা ফিতনা ছড়ায়, তাদের সঙ্গ দেওয়া কিংবা তাদের কথা শোনা থেকেও নিজেকে পুরোপুরি বাঁচিয়ে রাখা মুমিনের পরিচয়।

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবীজি ﷺ বলেছেন—

سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ

"শীঘ্রই এমন অনেক ফিতনা আসবে, যখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে নিরাপদ থাকবে। আর দাঁড়ানো ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তির চেয়ে ভালো থাকবে। তেমনি হেঁটে চলা ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তির চেয়ে বেশি নিরাপদে থাকবে। যে ব্যক্তি যেচে এই ফিতনার দিকে তাকাবে, ফিতনা তাকে গিলে খাবে। সুতরাং সেই সময় কেউ যদি কোনো নিরাপদ আশ্রয় বা পালানোর জায়গা পায়, তবে সে যেন সেখানেই নিজেকে লুকিয়ে ফেলে।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।[১]

[১] . হাদিসটি ইমাম বুখারি তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৫৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন (হাদিস নং ৬৬৭০)। এটি 'ফিতনা' অধ্যায়ের 'এমন এক ফিতনা আসবে যাতে বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে নিরাপদ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে রয়েছে। একইভাবে ইমাম মুসলিমও তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থের ৪

মুসলিমের আরেকটি বর্ণনায় আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ

"এমন ফিতনা হবে, তাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, জাগ্রত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে ভালো, দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি (ফিতনার দিকে) দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে নিরাপদ। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো আশ্রয়স্থল বা পালানোর জায়গা পাবে, সে যেন অবশ্যই সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে।" (সহিহ মুসলিম)[১]

হজরত আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ، أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، أَلَا فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: «يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ، اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ

"নিশ্চয়ই শীঘ্রই ফিতনা দেখা দেবে। শোনো! এরপর আরও একটি ফিতনা আসবে। তখন বসে থাকা ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। আর হেঁটে

নম্বর খণ্ডের ২২১১ পৃষ্ঠায় এটি উল্লেখ করেছেন (হাদিস নং ২৮৮৬)। সেখানে 'বৃষ্টির ফোঁটার মতো অঝোরে ফিতনা ছড়িয়ে পড়া' বিষয়ক পরিচ্ছেদে এটি বর্ণিত হয়েছে।

[১] . সহিহ মুসলিমের ৪ নম্বর খণ্ডের ২২১১ পৃষ্ঠায় একই অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে ২৮৮৬ নম্বর হাদিসটি আবারও উল্লেখিত হয়েছে।

চলা ব্যক্তি (ফিতনার দিকে) ধাবিত হওয়া ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। শোনো! যখন ফিতনা শুরু হবে বা দেখা দেবে, তখন যার উট আছে সে যেন তার উটের কাছে চলে যায়। যার ছাগল আছে সে যেন ছাগলের পালে মন দেয়। আর যার জমি আছে সে যেন তার চাষবাসে ব্যস্ত হয়ে পড়ে (অর্থাৎ দলাদলি ছেড়ে মানুষ যেন নিজ কাজে ডুবে যায়)।"

এক ব্যক্তি আরজ করল, "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কী মনে করেন, যার উট, ছাগল বা জমি কিছুই নেই সে কী করবে?" নবীজি বললেন : "সে যেন তার তলোয়ারটি নিয়ে পাথরের ওপর আঘাত করে তার ধার নষ্ট করে ফেলে। এরপর যদি সম্ভব হয় তবে যেন পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। হে আল্লাহ! আমি কি (আপনার বার্তা) পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?" (সহিহ মুসলিম)।[১]

মানুষ ততক্ষণই মঙ্গলের ওপর থাকে, যতক্ষণ সে ফিতনা থেকে দূরে থাকে। ফিতনার কাছে যাওয়া মানেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনা। ফিতনা মানুষের হিতাহিত জ্ঞান কেড়ে নেয়। হজরত হুজাইফা (রা.) কত চমৎকার বলেছেন—"তীব্র নেশার মদও মানুষের বিচারবুদ্ধি এতটা দ্রুত ধ্বংস করতে পারে না, যতটা দ্রুত ফিতনা মানুষের বিবেককে অন্ধ করে দেয়।" (বর্ণনা করেছেন : ইবনে আবি শায়বা)[২]

আসলে ফিতনা থেকে দূরে থাকাই হলো অন্তরকে নিরাপদ রাখার প্রধান উপায়। কারণ (রোগ হওয়ার পর) তা দূর করার চেয়ে (রোগ যেন না হয় সে জন্য তা) প্রতিরোধ করা সহজ। কোনো ফিতনা যেন সমাজে ঢুকতে না পারে—সেই ব্যবস্থা করা অনেক সহজ। কিন্তু একবার যদি ফিতনার আগুন জ্বলে ওঠে, তবে তা নেভানো অনেক সময় শাসক কিংবা বিজ্ঞ লোকদের জন্যও কঠিন হয়ে পড়ে।

---

[১] . বর্ণনাটি সহিহ মুসলিমের ৪ নম্বর খণ্ডের ২২১০ নম্বর পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়েছে (হাদিস নং ২৮৮৭)। এটি মূলত 'ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত' অধ্যায়ের 'বৃষ্টির মতো অঝোরে ফিতনা নাযিল হওয়া' শীর্ষক পরিচ্ছেদে রয়েছে।

[২] . এটি ইবনে আবি শায়বার 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থের ৭ম খণ্ডের ৪৭৫ নম্বর পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে; যার হাদিস নম্বর ৩৭৩৪৫।